কল্যাণী মহাবিদ্যালয়

স্থাপিত - ১৯৯৯

বি.এ. (অনার্স) চতুর্থ সেমিস্টার সমাজতত্ত্ব

প্রকল্পের নাম - শান্তিনিকেতনের কেশো শিল্প - একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

নাম	:-	অঙ্কিতা রায়
ক্রমিক সংখ্যা	:-	৩১১৪১১৭-২১১৬৭৯৭
রেজিস্ট্রেশন নং	:-	০১৭২৯৯
শিক্ষাবর্ষ	:-	২০২১-২০২২

☏: (033) 2582-1390

Kalyani Mahavidyalaya

City Centre Complex,
P.O.-Kalyani, Dist.-Nadia, West Bengal,
PIN-741 235.

DATE: 14.09.2023

CERTIFICATE

This is to certify that the dissertation entitled শান্তিনিকেতনের কাঁথা শিল্প - একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট submitted for the partial fulfillment of the KU UG 4TH Semester (CBCS) in Sociology (Honours) is the outcome of a survey based research work carried out by Sri/Smt. Ankita Roy under the supervision and guidance of the honourable faculties of the Department of Sociology. The dissertation or any of its parts has not been published.

I wish his/her success in future.

14.09.23

(Dr. Bhaswati Saha)
Department of Sociology,
Kalyani Mahavidyalaya.

KALYANI MAHAVIDYALAYA ★ Kalyani, Nadia ★

Examined

In-charge
Department of Sociology
Kalyani Mahavidyalaya

ভূমিকা:-

পারিবারিক শ্রমিক দ্বারা ঘরে বসে কোনোরকম বিদ্যুৎ ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছাড়া হাতের সাহায্যে কোনো দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করলে তাকে ক্ষুদ্র বা কুটির শিল্প বলে।

বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে কুটির শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু শিল্প হল - রেশম শিল্প, পোড়ামাটি শিল্প, তাঁত শিল্প, মৃৎ শিল্প ইত্যাদি।

কুটির শিল্প শুধুমাত্র অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে এমন নয়, এটি আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। এগুলির মধ্যে একটি ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প হল" কেশো শিল্প "।

ছয় ঋতুর পর্যালোচনাই আবর্তিত হয় আমাদের এই দেশ। ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে শুরু হয়েছে শরৎকাল। আর শরৎকাল মানেই আকাশে মেঘের মেলা, সেই সঙ্গে খোলা মাঠে কাশফুলের দোল। অসম্ভব সুন্দর এই দৃশ্য থাকবে ভাদ্র-আশ্বিন মাস জুড়ে।

শরৎ ও কাশফুলের বন্দনা তাই তো কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায়, 'কাশফুল মনে সাদা শিহরণ জাগায়, মন বলে কত সুন্দর প্রকৃতি, স্রষ্টার কি অপার সৃষ্টি।' কবি জীবনানন্দ দাশ শরৎকে দেখেছেন এভাবে, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।' শরতের অপরূপ এই রূপ দেখে মুগ্ধ কবি অবলীলায় পৃথিবীকে আর দেখার প্রয়োজন মনে করেননি।

শরতের এই মনোরম পরিবেশের বিশেষ সৌন্দর্য বাড়াই কাশফুল।রোমানিয়ার আদি নিবাসী কাশফুল বেশ প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে শুভ্রতা ছড়িয়ে আসছে। কাশফুল মূলত ছন গোত্রীয় একধরনের ঘাস। ঘাসজাতীয় উদ্ভিদটি উচ্চতায় সাধারণত ৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছটির চিরল পাতার দুই পাশ বেশ ধারালো। নদীর ধার, জলাভূমি , চরাঞ্চল, শুকনো এলাকা , পাহাড় কিংবা গ্রামের কোনো উঁচু জায়গাতে কাশের ঝাড় বেড়ে ওঠে। তবে নদীর তীরে এদের বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

কাশফুলের বেশ কিছু ওষুধি গুণ রয়েছে। যেমন- পিত্তথলিতে পাথর হলে নিয়মিত গাছের মূলসহ অন্যান্য উপাদান দিয়ে ওষুধ তৈরি করে পান করলে পিত্তথলির পাথর দূর হয়। কাশমূল বেটে চন্দনের মতো নিয়মিত গায়ে মাখলে গায়ের দুর্গন্ধ দূর হয়। এছাড়াও শরীরে ব্যথানাশক ফোঁড়ার চিকিৎসায় কাশের মূল ব্যবহৃত হয়। কাশফুল আগাছা হিসেবে বিবেচিত হলেও শুকনো কাশগাছ খুব কাজের জিনিস। তাই এর বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে।

কাশ দিয়ে গ্রামের বধূরা ঝাঁটা, ডালি, মাদুর তৈরি করে থাকে। ঘরের চাল, বাড়ির সীমানার বেড়া ও কৃষকের মাথাল তৈরিতেও কাশগাছ ব্যবহার করা হয়। গ্রামবাংলায় বিশ্বাস করা হয়, কাশফুল মনের কালিমা দূর করে। তাই শুভ কাজে কাশফুলের পাতা বা ফুল ব্যবহার করা হয়।

কাশফুল বা কাশগাছ নিয়ে অনেক কথাই হল, কিন্তু এখন প্রশ্ন হল " কেশো শিল্প " কী? কাশ ও কেশো এই দুটি নামের মধ্যে একটি যোগসাদৃশ্য আছে। সাধারণত কাশফুল গাছের শুকনো পাতা দিয়ে পরিবেশবান্ধব নানারকম ব্যবহার যোগ্য দ্রব্যাদি যেমন- বাটি, ঝুড়ি,

সমীক্ষাকৃত অঞ্চল:-

ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য বর্তমান গবেষক যে অঞ্চলটি বেছে নিয়েছেন তার নাম হল বল্লভপুর, শান্তিনিকেতন। শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা আরো বিশেষভাবে দেখার জন্য শান্তিনিকেতনের খোয়াই হাটের ওপরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। শান্তিনিকেতন রেল স্টেশনের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বল্লভপুর এবং খোয়াই হাট বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমপ্রান্ত -এ অবস্থিত।

• ভৌগলিক অবস্থান :- বোলপুর শান্তিনিকেতনের বল্লভপুর হলো একটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। এটির গড় উচ্চতা ৫৬ মিটার (১৮৪ ফুট) । ২০০ হেক্টর এলাকা নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ - পশ্চিম দিকে কোপাই নদীর তীরে বল্লভপুর অবস্থিত। এই অঞ্চলের স্থানক হল ২৩.৬৮৫০১১° উত্তর এবং ৮৭.৬৫৩০২১° পূর্ব।

• জলবায়ু :- ক) গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ৪০° C (১০৪° F)- এর উপরে যেতে পারে এবং শীতকালে এটি প্রায় ১০° C (৫০° F) - এ নেমে যেতে পারে।

খ) বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত হয় ১,২১২ মিলিমিটার (৪৭.৭ ইঞ্চ)।বেশিরভাগ বর্ষা হয় জুন - অক্টোবর মাসে।

উদ্দেশ্য:-

ক) কেশো শিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পীদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ হল এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

খ) কেশো শিল্পীরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা কতটা পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করা অনুধ্যান-এর ওপর একটি লক্ষ্য।

গ) অন্যান্য হস্তশিল্প থেকে কেশো শিল্পের রপ্তানি বা চাহিদা কেনো কম সেইদিকে পর্যবেক্ষণ করা।

বিশ্লেষণ :-

প্রাপ্ত নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেইগুলিকে একক বিশেষ সমীক্ষার মাধ্যমে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল ----

•একক বিশেষ সমীক্ষা - নম্বর ১ –

শ্রীমতি বদিবালা দাস আনুমানিক ১৫-১৬ বছর ধরে কেশো শিল্পের সাথে যুক্ত। বিবাহের পর সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সেরে অবসর সময়ে,পাড়ায় যাঁরা কেশো শিল্প বানাতেন তাদের দেখে তিনিও শিখেছেন । বদিবালা দাসের বর্তমান বয়স ৬০ বৎসর। তাঁর স্বামী দিন মজুর এর কাজ করেন । তাঁদের দুটি সন্তান , একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। সরকারি বিদ্যালয় থেকে ছেলেকে উচ্চমাধ্যমিক ও মেয়েকে মাধ্যমিক অবধি পড়াশোনা করিয়েছেন । পড়াশোনা শেষে বদিবালা দেবী তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন এবং ছেলে মালবহণকারী কাজ এর সাথে যুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে তাঁর ছেলে বিবাহ করেছেন, সে তার স্ত্রী - সন্তানাদিদের নিয়ে বাবা - মার থেকে আলাদাভাবে বসবাস করেন । বদিবালা দেবীর বর্তমান সংসার বলতে তিনি এবং তার স্বামী । তাদের নেই নির্দিষ্ট কোনো পারিবারিক আয়। তার স্বামীর বেড়েছে বয়স , যেদিন মজুর দিতে পারেন সেইদিন ৫০০ টাকা মত আয় হয় আর যেদিন মজুর দিতে পারেন না সেই দিন আয়ও হয় না। সেইসময় বদিবালা দাসের গুন এবং কেশো শিল্প সংসারের হল ধরে ।

শান্তিনিকেতনের বল্লভপুর গ্রামে বদিবালা দেবীর বাড়ি । খোয়াই হাট থেকে ২-৩ কিমি দূরত্বে অবস্থিত বল্লভপুর। প্রতি শনি এবং রবিবার কেশো দিয়ে বানানো বিভিন্ন রকমের ঝুড়ি, কোস্টর- এর সেট , গহনার বাক্স, জলের বোতল রাখার বাক্স নিয়ে খোয়াই হাটে পসরা সাজান তিনি । কিন্তু বর্তমানে পরিবেশবান্ধব বস্তু সম্পর্কে কতজনই বা সজাক? তাই খুব ভালো কেশো বস্তু বিক্রয় হয় এমনটা না । কিন্তু খোয়াই হাট বর্তমানে একটি পর্যটন কেন্দ্র, তাই শীতের মরশুমে এই হাটে বৃদ্ধি পাই ক্রেতার সংখ্যা, একারণে নভেম্বর - ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কেশো শিল্পীদের দিনে কখনো ৫০০/১০০০ টাকার ওপরও আয় হয়।

বয়সের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে বদিবালা দাস এখন অংশগ্রহন করতে পারেন না মেলায় । বিশ্বায়নের প্রভাবে সস্তা সৌখিন যন্ত্রচালিত দ্রব্যাদি পেয়ে মানুষ ভুলে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত কুটির শিল্পকে । সেকারণে কেশোর বৈদেশিক রপ্তানি খুব বেশি হয় না । বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গপশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় কুটির শিল্পের জন্য নানারকম প্রকল্প প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু

বদিবালা দেবী পাননা কোনো সহায়তা , এমনকি তাঁর বাড়ি টিন এর ছাউনি দেওয়া কাঁচামাটির, তাও পাননি সরকারি বাড়ির অনুদান । এতসব অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি ভাড়া করা লোক দিয়ে কাশগাছ কেটে দ্রব্যাদি বানিয়ে কখন টোটো করে কিংবা ২-৩ কিমি পথ হেঁটে কেশো বিক্রি করতে আসেন খোয়াই হাটে। কেশো শিল্প বদিবালা দাসের জীবন সামাজিকীকরনের জন্য এক অন্যরকম সাহায্য করেছে।

• একক বিশেষ সমীক্ষা - নম্বর ৫ :-

আনুমানিক ২০-২৫ বছর ধরে বল্লভপুর - এর বিহারীপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা রীনা রায় কেশো শিল্পর সাথে যুক্ত । তাঁর পিতার বাড়ি বিহারে অবস্থিত হওয়ায় বিবাহের আগে থেকে তিনি কেশো দিয়ে বস্তু বানাতে পারতেন । প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বিয়ে করে আসেন শান্তিনিকেতন - এ তিনি । তাঁর স্বামী রেলের গ্রুপ C কর্মী । তাদের ২ টি মেয়ে । মেয়েরা উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি অতিক্রম করার পর তাদের বিয়ে দেন রীনা দেবী এবং তার পরিবার । বর্তমানে বড়ো মেয়ে, নাতি, শ্বশুর - শ্বাশুড়ি, রীনা দেবীর স্বামী এবং রীনা দেবীকে নিয়ে ৬ জনের যৌথ পরিবার তাঁদের ।

৫৫ বছর বয়সের রীনা দেবী এখন গ্রামের অনেক মহিলাদের কেশো শিল্পের প্রশিক্ষণ দেন । মহিলারা কেশো দিয়ে দ্রব্য প্রস্তুত করে জমা দেন রীনা রায়কে । তিনি সেইগুলি " আমার কুটির"

- তে বিক্রয় করেন । যে পরিমাণ মূল্য তিনি পান সেইগুলি বাকি মহিলাদের প্রাপ্য অনুসারে ভাগ করে দেন ।

রীনা রায়ের পারিবারিক উপার্জন মোটামুটি ১৫,০০০ টাকা । তিনি এবং তার স্বামীর যৌথ উদ্যোগে তারা তাদের মেয়েকে বানিয়েদিয়েছেন একটি পার্লার। রীনা দেবী তার মেয়ে পাই লক্ষ্মী ভান্ডার, শ্বাশুড়ী পান বয়স্ক ভাতা। আজ তিনি চালান একটি LIC (বার্ষিক কিস্তিতে) ।

ফলাফল : -

ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ ও নমুনাদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে বোঝা গেলো কেশো শিল্প গ্রামের মহিলাদের সাবলম্বী করতে সাহায্য করেছে। গ্রামের মহিলারা তাদের যাবতীয় কাজ- কর্ম সেরে অতিরিক্ত সময়ে কেশো দিয়ে দ্রব্যাদি তৈরি করেন । সেই দ্রব্যগুলো নিয়ে তারা খোয়াই হাট , মেলা এবং আমার কুটির - এ বিক্রয় করেন।

পর্যবেক্ষণভুক্ত নমুনাগুলির বেশিরভাগ পরিবারই যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বড়ো পরিবারের সংসার খরচও বেশি এই কারণে গ্রামের মেয়ে-বউরা কেশো শিল্প , কাঁথা স্টিচ-এর বস্ত্র ব্যাগ , পোড়ামাটির গহনা, কুটুম - কাটাম ইত্যাদি নিয়ে প্রতি শনি এবং রবিবার খোয়াই হাটে দোকান সাজান । এরফলে তারা তাদের সংসারের হাল কিছুটা হলেও ধরতে পারেন ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারি এলাকাগুলোর মধ্যে শান্তিনিকেতন হলো বিশেষ এবং অন্যতম । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার নিজ উদ্যোগে শান্তিনিকেতন-এ তৈরি করেছেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত শ্রীনিকেতন - এ গ্রামের মানুষদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কবিগুরু তাদের বাটিক, রেশম শিল্প, পোড়ামাটি শিল্প, কুটুম - কাটাম ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দিতেন । এই দ্রব্যগুলো বিক্রয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ ই পৌষ,১৮৯৪ সালে পৌষমেলার আয়োজন করেন । ২০০৩ সাল থেকে প্রান্তিক এলাকায় খোয়াই হাটে গ্রামের মানুষরা তাদের বানানো শিল্প নিয়ে প্রতি শনিবার হাট জমান ।

কিন্তু বিশ্বায়নের প্রবল প্রকপের বেড়াজালে গ্রামীণ শিল্পী হাটে ভিড় জমাচ্ছে বহিরাগত শিল্পীরা। বর্তমানে শনিবারের বদলে সপ্তাহের সাত দিনই খোয়াই হাট বসে। এখন এই হাট একটি পর্যটন কেন্দ্রে হিসাবে পরিণত হয়েছে। হস্তশিল্পের হাট/ মেলায় আজ যন্ত্রচালিত বস্তুর প্রভাব দেখা যাচ্ছে । এমনকি খোয়াই হাটের এক প্রান্ত থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা গ্রামীণ শিল্পীদের উৎখাত করে বহিরাগত দোকানদারদের ভিড় জমাতে সাহায্য করছে। গ্রামীণ কুটির শিল্পীদের কঠিন দুর্যোগের সময় তারা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে চাঁদা তুলে কিছুটা

সাধারণ তথ্য

ক্রমিক সংখ্যা - ৯
তারিখ ঃ

সাক্ষাৎকারে ব্যবহৃত তফসিল

প্রথম পর্ব

১। আপনার নাম —

২। বয়স —

৩। লিঙ্গ — পুরুষ / স্ত্রী / অন্যান্য

৪। ধর্ম — হিন্দু / মুসলিম / শিখ / খ্রীষ্টান / অন্যান্য

৫। বিবাহের পদমর্যাদা — বিবাহিতা / অবিবাহিতা / বিবাহবিচ্ছিন্ন

৬। পরিবারের প্রকৃতি — একক / যৌথ / অভিভাবকযুক্ত

৭। জাতি — ব্রাহ্মণ / কায়স্থ / তপশিলজাতি / অন্যান্য

৮। শিক্ষাগত যোগ্যতা — প্রাথমিক / মাধ্যমিক পাশ / উচ্চ মাধ্যমিক পাশ / স্নাতক / স্নাতকোত্তর

৯। পরিবারের সদস্য সংখ্যা —

১০। সন্তানাদির সংখ্যা —

১১। পারিবারিক আয় —

৩০০০ এর কম / ৩০০১-৫০০০ / ৫০০১-১০০০০ /১০০০১ - ১২০০০ / ১২০০১ - ১৫০০০ এর বেশি।

দ্বিতীয় পর্ব

১। আপনি কি শুধুমাত্র এই শিল্পের সাথে যুক্ত? — হ্যাঁ / না

i) যদি উত্তর না হয়। তাহলে কোন পেশার সাথে যুক্ত?

২। আপনি কত বছর এই শিল্পের সাথে যুক্ত?

৩। আপনার সন্তানরা সবাই কি পড়াশোনা করে? — হ্যাঁ / না

৪। তারা কেমন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত? — প্রাথমিক/বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়

৫। তাদের প্রত্যেকের কি গৃহ শিক্ষক আছে? — আছে / নেই / আগে ছিল

৬। আপনি এই শিল্পের মাধ্যমে যা রোজগার করে তাতে আপনার সংসার ভালো মতো চলে যায়? — হ্যাঁ / না

৭। আপনার কোন Bank Account আছে? — হ্যাঁ / না

৮। LIC আছে? — হ্যাঁ / না

i) যদি থাকে তাহলে তার সংখ্যা কটি? —

তৃতীয় পর্ব

১। এই শিল্পটি আপনি কোথায় শিখেছেন? —

২। এর জন্য গাছ কাটার প্রয়োজন পড়ে? — হ্যাঁ / না

৩। কোনো সরকারি সহায়তা পান? —হ্যাঁ / না

i) যদি পান তাহলে প্রকল্পের নাম —

৪। মেলায় অংশগ্রহণ করেন? —হ্যাঁ / না

৫। বৈদেশিক রপ্তানি হয়? —হ্যাঁ / না

৬। পূর্বপুরুষেরা কেউ কি এই শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন? —হ্যাঁ / না